কুষ্টিয়ায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একশ বিঘারও বেশি পানের বরজ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একশ বিঘারও বেশি পানের বরজ। গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের আহাম্মদপুর ও বেলগাছী গ্রামে ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় আড়াই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কৃষক আব্দুল মান্নান বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো মাঠে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। একশ বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। সব পানের বরজ পুড়ে গেছে। কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বলেন, হঠাৎ পানের বরজে আগুন দেখতে পাই আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন পার্শ্ববর্তী ক্ষেতগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১০০ বিঘা পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমরা সরকারের সহযোগিতা চাই।

মিরপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা সবুজ হোসেন বলেন, পানের বরজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুটি ইউনিটের চেষ্টায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত করে জানানো হবে। তিনটি ঘর ও প্রায় ১০০ বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। আগুনের সূত্রপাতের বিষয়টি এখনো জানা যায়নি।

গতকাল দুপুরে এই এলাকার বেলগাছী গ্রামের পানের বরজসহ বসতবাড়ীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে আটটি পরিবার খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আবদুল হালিম, উপজেলা ভারপ্রাপ্ত ইউএনও হারুন অর রশীদ।

বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আবু হাসান লিটনের উদ্যোগে ইফতার বিতরণ

রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট ও কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আবু হাসান লিটনের ব্যাক্তিগত উদ্যোগে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল কুষ্টিয়া শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় শতাধিক ইফতার সামগ্রীর প্যাকেটের বিতরণ করা হয়।
কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসান লিটনসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের বেশ কয়েকজন সদস্য প্রতিদিন ইফতারের আগ-মুহুর্তে পৌঁছে দিচ্ছেন ইফতারে প্যাকেট। প্রতি প্যাকেটে পানির বোতলসহ মুড়ি, ছোলা, পেঁয়াজু, বুন্দিয়া, বেগুনি, আলুর চপ, জিলাপি, খেজুর ও অন্যান্য ফল রাখা হয়।

রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট ও জেলা তাঁতী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসান লিটন বলেন, এবছর ইফতারের শুরু থেকেই আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আশেপাশের মসজিদ ও অসহায় দুস্থদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করে থাকি। এই রমজানের শুরুতেই এইভাবে প্যাকেট করা ইফতার সামগ্রী ইফতারের আগ মুহূর্তে রাখার উদ্যোগ নিয়েছি। এতে করে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। এটি পুরো রমজান জুড়েই চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

১৬ এপ্রিল কুষ্টিয়ায় চালু

হচ্ছে ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র

আগামী ১৬ এপ্রিল কুষ্টিয়ায় ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র চালু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ও রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার এডিশনাল গভর্নর অজয় সুরেকা।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের খেয়া রেস্তোরাঁয় রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া’র রেগুলার মিটিং ও ইফতার মাহফিলের আলোচনা সভায় এ তথ্য জানান তিনি।

কুষ্টিয়া শহরের ব্যস্ততম সড়ক এনএস রোডের জেলা পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয়ের নিচে (বার্মিজ গলিতে) এই ভিসা আবেদন কেন্দ্র চালু করা হবে।

অজয় সুরেকা বলেন, কুষ্টিয়াসহ আশপাশের জেলার মানুষের সুবিধার্থে এখানে ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র চালু হবে। আর এর ফলে আশেপাশের জেলার মানুষের অনেক উপকার হবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়ার গণ মানুষের নেতা মাহবুব আলম হানিফ এমপি মহোদয়ের সঠিক দিক নির্দেশনায় ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র চালু হলে কুষ্টিয়াসহ আশপাশে জেলার মানুষের অনেক উপকারে আসবে।

তিনি আরও বলেন, ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। দু’দেশের চমৎকার সম্পর্ক বিরাজমান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারসহ সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যগতভাবে যথেষ্ট মিল রয়েছে দেশ দুটির। পাশাপাশি ভারতীয় হাইকমিশনার থেকে প্রাপ্ত অ্যাম্বুলেন্সটি কুষ্টিয়ায় যে সেবা দিয়ে যাচ্ছে তা কুষ্টিয়াবাসীর অনেক উপকারে আসছে।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট আবু হাসান লিটনের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি সৈয়দা হাবিবা, লেফটেন্যান্ট গভর্নর মো. ওবাইদুর রহমান, ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর ফখরুল আলম মিলন, প্রাক্তন সভাপতি মো. আকাম উদ্দিন ও হাজি মো. রফিকুল আলম টুকু, প্রেসিডেন্ট নমিনি (২০২৪-২৫) কেএম রুয়াইম রাব্বি, সেক্রেটারি

তুষার বাবু রতন, কোষাধ্যক্ষ মো. জাহিদুল ইসলাম রনি, আবদুল খালেক, জাহিদ চৌধুরী, অধ্যাপক অজয় মৈত্র, মহব্বত হোসেন, সাব্বির আনসারী প্রমুখ।
গত ২৩ ডিসেম্বর রাজশাহীস্থ ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার মনোজ কুমার কুষ্টিয়ায় ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র চালুর সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন করেন এবং শীঘ্রই এটি চালু করণের জন্য ঘোষণা দেন।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান কুষ্টিয়াবাসির জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, উন্নয়নের পুরোধা পুরুষ, আধুনিক কুষ্টিয়ার জনক মাননীয় সাংসদ কুষ্টিয়া-৩ জননেতা মাহবুব উল আলম হানিফ ভাইয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কুষ্টিয়াবাসীর ভোগান্তি ও কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে, কুষ্টিয়ার প্রাণকেন্দ্র এন এস রোড,জেলা পরিষদ ভবনের নিচ তলায়, আগামী ১৬ই এপ্রিল,রোজ রবিবার উদ্বোধন হতে যাচ্ছে ভারতীয় ভিসা সেন্টার। তিনি বলেন, কুষ্টিয়াবাসির দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষার অবসান হবে। আর রাজশাহী বা যশোর যেয়ে কষ্টকরে ভিসা আনতে যাওয়া লাগবে না।

কুষ্টিয়ায় এরিষ্টো কম্পিউটারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এরিষ্টো ইলেকট্রনিক্স’র উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় এরিষ্টো কম্পিউটার এর সহযোগি প্রতিষ্ঠান “এরিষ্টো ইলেকট্রনিক্স” এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের বাবর আলী গেটে সুয়াইল টাওয়ারের নিচতলায় এই শো- রুমের উদ্বোধন করা হয়।

এরিষ্টো কম্পিউটার এর স্বত্বাধিকারী এএমএম রোকনুজ্জামান নান্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ,সুরেকা এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ও

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাবু অজয় সুরেকা, আইএফআইসি ব্যাংকের ম্যানেজার মো: তহিদুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু পরিষদ কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক ড. মাহবুবুল আরেফীন, দৈনিক কুষ্টিয়ার সম্পাদক ও সামাজিক জোটের চেয়ারম্যান ড. আমানূর আমান, জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক হাসান আবুল ফজল সেলিম, ভোরের পাখি সংগঠনের সভাপতি নুরুল ইসলামসহ শুভাকাঙ্ক্ষী, ব্যবসায়ী সহ মার্কেটিং এবং সেলস বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, কুষ্টিয়ায় কম্পিউটার ব্যবসার শুরুটাই ছিল এরিষ্টো কম্পিউটার এর মাধ্যমে। দীর্ঘদিন ধরে এরিষ্টো কম্পিউটার এই কুষ্টিয়া শহরে অত্যন্ত সুনাম, সাফল্য ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। এখানে বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড এর ইলেকট্রনিক্স পণ্য কুষ্টিয়া সহ আশেপাশের জেলার বাজারে বাজারজাত করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানটির আরও সাফল্য কামনা করেন অতিথিরা।

এরিষ্টো কম্পিউটার এর স্বত্বাধিকারী এএমএম রোকনুজ্জামান নান্টু জানান, সেরা মানের ও অফিসিয়াল পণ্য ও নির্ভরযোগ্য বিক্রয়য়োত্তর সেবার নিশ্চয়তা নিয়ে এরিষ্টো ইলেকট্রনিক্স এ বিশ্বমানের ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ডের পণ্যের বিপুল সমাহার থাকবে এই শো-রুম।

পরে দোয়া মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

রমজানের প্রথমদিনই জমে উঠেছে কুষ্টিয়ার ইফতার বাজার

বছর ঘুরে আবারও শুরু হয়েছে মাহে রমজান। পবিত্র রমজানের প্রথম দিনেই জমে উঠেছে কুষ্টিয়ার ইফতার বাজার। বেলা যত গড়িয়েছে ততই জমজমাট হয়ে উঠেছে ইফতার বাজার। তাই পাল্টে গেছে চিরচেনা এ কুষ্টিয়া শহরের চিত্রও।

শুক্রবার শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রচলিত ইফতারির

পাশাপাশি নানান স্বাদের বাহারি আয়োজন সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। বাহারি এসব ইফতারির স্বাদ নিতে দুপুরেই দূর-দূরান্ত থেকে ভোজনবিলাসীরা ছুটে এসেছেন। বাহারী ধরনের ইফতারি কিনতে দেখা গেছে দীর্ঘ জটলা।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৩ মার্চ) রাতে প্রথম তারাবি ও সেহেরির পর শুক্রবার বিকেলের মূল কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে ইফতার। আর দিনটি সাপ্তাহিক ছুটি হওয়ায় দুপুরে গড়িয়ে বিকেল হতেই কাঠফাটা রোদ উপেক্ষা করে মানুষ এখন ভিড় করছেন ইফতার সামগ্রী বিক্রির দোকানগুলোতে। রমজানের প্রথমদিনের তাই ধুম পড়ে গেছে ইফতার কেনাকাটার।

শহরের প্রধান সড়ক থেকে শুরু করে পাড়া-মহল্লার গলি পথেও ঐতিহ্যবাহী ইফতার সামগ্রী নিয়ে বসে গেছেন মৌসুমি দোকানিরা। শহরের এনএস রোড, বড়বাজার, থানা মোড়, ছয় রাস্তা মোড়, চৌড়হাস মোড়, জেলখানা মোড়, মজমপুর গেট, মঙ্গলবাড়ীয়াসহ বিভিন্ন স্থানে পসরা সাজিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে ইফতার। ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই দোকানগুলোতে রকমারি ইফতার তৈরি হয়েছে এ বছরও।

ঘিয়ে ভাজা ইরানী জিলাপি, রেশমি জিলাপি, স্পেশাল ফিরনি, ক্ষিরসা, ফালুদা, স্পেশাল পরোটা, চিকেন মসলা, রেশমি কাবাব, বটি কাবাব, স্বামী কাবাব, কাচ্চি বিরিয়ানি, চিকেন ফ্রাই, মাঠা-ঘোল ও নানা রকমের জুসসহ জনপ্রিয় ইফতার সামগ্রীগুলো এবারও শুরুতেই মন কাড়ছে কুষ্টিয়ার মানুষের। তবে ফলমূলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ অনেকের। প্রথমদিন ইফতারে স্বাদের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য আনতে সাধ ও সাধ্যমত সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

এদিকে শহরের বিভিন্ন এলাকার হোটেল-রেস্তোরাঁর সমানে বাহারি ইফতারের পসরা সাজানো হয়েছে। সামনে পণ্যের তালিকা সম্বলিত ব্যানারও টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোজাদারদের আকর্ষণ করার জন্য হোটেল-রেস্তোরাঁগুলোর সামনে ডেকোরেশন করা হয়েছে। ইফতার সামগ্রী বিক্রির জন্য। এছাড়া বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁ রকমারি ইফতার দিয়ে সাজিয়েছেন ইফতারের প্যাকেজ। তবে মৌবন নির্দিষ্ট পরিমানে ইফতার সামগ্রি কিনলে রোজাদারদের জন্য দিচ্ছেন বিভিন্ন অফার।

শহরের ব্যস্ততম সড়ক এনএস রোডের মৌবনে গিয়ে দেখা যায়, ইফতার সামগ্রী বিক্রির জন্য মৌবন চত্বরে সাজসজ্জা এবং রোজাদারদের

আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুনে আবৃত।

শহরের পিটিআই রোড থেকে এসেছেন মৌবনে ইফতারী কিনতে এসেছেন নাজমুল পলাশ। পরিবারের জন্য প্রথম রোজার ইফতারে বাহারি আইটেমের সংযোজন করতেই তিনি এসেছেন এখানে। তিনি বলেন, প্রতি বছর প্রথম রোজায় এখানে আসি। এখানে বাহারী ধরনের ইফতার সামগ্রি পাওয়া যায়। খাসির লেগপিসের জন্য কুষ্টিয়ার মৌবনই সেরা। যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। মৌবনের স্পেশাল শরবত ইরানী জিলাপিসহ বেশ কিছু আইটেম কিনেছি। এই ইফতারির স্বাদ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সুযোগ থাকলে প্রতিদিন আসতাম।

ইফতার কিনতে আসা থানাপাড়া এলাকার ক্রেতা ইয়াসিন আলী বলেন, আজকে রহমতের প্রথমদিন। আর এদিনে পরিবার-পরিজন সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে ইফতার করবেন। যার জন্য রেশমি জিলাপি, স্পেশাল ফিরনি, গাজর হালুয়াসহ মৌবনের স্পেশাল পরোটা ও কাবাব কিনেছেন।

শহরতলীর মোল্লা তেঘরিয়া এলাকার কিরন মাহমুদ বাজারে ইফতার সামগ্রির দাম গতবারের চেয়ে একটু বেশি হয়েছে। ইফতারীতে ভাজাপোড়ার সাথে ফলমূল না হলে চলে না। অবশ্য সেই ফলমূলের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ।
শহরের মৌবনের ম্যানেজার আশিকুজ্জামান রনি জানান, তারা সব রকমের ইফতারের আইটেমই তুলে এনেছেন। যাতে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারা যায়। যেমন তাদের আছে স্পেশাল ফিরনি, শিক কাবাব, বটি কাবাব, নাড়ারা কাবাব, স্বামী কাবাব, মাটন লেগ রোস্ট, ইরানী জিলাপি, রেশমী জিলাপি স্পেশাল শাহী পরোটা। এছাড়া ছোলা, পিয়াজু, বেগুনিসহ অন্যান্য নিয়মিত ইফতার আইটেম তো রয়েছেই।

তিনি বলেন, আমাদের কাছে শতাধিকেরও বেশি আইটেম ইফতারি আছে। নির্দিষ্ট পরিমানে ইফতার সামগ্রি কিনলে রোজাদারদের জন্য বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দিচ্ছি। পাশাপাশি আমরা কর্পোরোট হাউসগুলোতেও ইফতারীর অর্ডার নিয়ে থাকি।

শহরের মজমপুর গেট এলাকায় ইফতার নিয়ে বসেছেন মতিয়ার রহমান। তিনি বলেন, গত দুই বছর তো করোনার জন্য ব্যবসাই করতে পারিনি। এবার তেমন বাঁধা নাই। তবে কিছু নির্দেশনা দিয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। আজ মোটামুটি ব্যবসা ভালো হচ্ছে। এই যে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসছে ইফতারি কিনতে। এখন পর্যন্ত বিক্রি করে কুলাতে পারছি না। সন্ধ্যার আগ মহূর্তে এই ভিড় আরও বাড়বে বলে জানান এই ব্যবসায়ী।

শিশির বেকারীর পরিচালক তানভীর শিশির বলেন, পেঁয়াজু, আলুর চপ, বেগুনি ও জিলাপিসহ বিভিন্ন ইফতার পণ্যের দাম এবার গত বছরের চেয়ে বেশি। প্রায় প্রতিটি পণ্যের মূল্য রমজান শুরু হওয়ার আগে যা ছিল রমজানের প্রথম দিনেই সেই সব পণ্যের মূল্য বেড়েছে। তাই অনেকটা বাধ্য হয়ে বেশি দামেই স্বাদ ও সাধ্যের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করছেন ক্রেতারা।

মিরপুর উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলায় আরো ৪৬টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার ঘর পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে নির্মিত এসব ঘর এবং বন্দোবস্তকৃত জমির কাগজপত্র উপকারভোগি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ৭টি জেলা এবং ১৫৯টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেন। এর ফলে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত জেলার মোট সংখ্যা নয়টি এবং উপজেলার সংখ্যা ২১১টি।
গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে ৪৬টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মাঝে ঘরের চাবি ও জমির মালিকানা দলিল হস্তান্তর করা হয়।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঘরের চাবি ও জমির মালিকানা দলিল হস্তান্তর করেন।

এসময় তিনি বলেন, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা- চিকিৎসা মানুষের

মৌলিক অধিকার। বর্তমান সরকার মানুষের শিক্ষা-চিকিৎসা দেয়ার পাশাপাশি বাসস্থান গড়ে দিয়েছে, যা অনেক উন্নত রাষ্ট্র দিতে পারেনি। এতোদিন যাদের ঠিকানা ছিল গাছের তলায়। কিংভা ক্যানেলের ধারে। এখন তারা স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পেয়ে খুশি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পবাসী। এছাড়া ঘরের পাশাপাশি মাছ চাষের জন্য খাল ও সবজির চাষে জন্য জমি পেয়ে জীবনই বদলে গেছে তাদের। ঘর পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়েছে অনেকেই।

তিনি বলেন, ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের মত একটি মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরাসরি সম্পৃক্ত করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রধানমন্ত্রী আমাদের এমন একটি ভালো কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, যার কারণে আমরা কৃতজ্ঞ।

তিনি আরও বলেন, যাদের কিছুই ছিল না, যারা ক্যানেলের ধারে থাকতো, আবার কেউ কেউ অন্যের উঠানে থাকতো। তাদের স্থায়ী ঠিকানার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর উপহারের এই জমি ও ঘর তাদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাইতো তারা চিরকৃতজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি।

প্রধানমন্ত্রীর উপহার ভুমিহীনদের জন্য আবাসন প্রকল্পের বাসীন্দাদের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গিকার সকলের জন্য আবাসন ব্যবস্থা, সেটি বাস্তবায়ন হয়েছে। ভুমিহীনদের বিভিন্ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ও সবজি উৎপাদনসহ বিভিন্ন আর্থিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করতেও উদ্যোগ নেওয়া হবে, যাতে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের দেয়া ঘরে পরিবার পরিজন নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর আবেগঘন প্রকল্প আবাসন, তাই যত্মসহকারে নির্মান করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা হারুন অর রশীদ, মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাড. আব্দুল হালিম, মিরপুর পৌরসভার মেয়ার হাজী এনামুল হক মালিথা, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, উপজেলা নাগরিক কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল করীমসহ, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ও বিভিন্ন ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, উপকারভোগীসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মিরপুর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা হারুন অর রশীদ বলেন, বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে যুক্ত হয়ে ৪৬টি ঘর হস্তান্তর করেন। এরমধ্য দিয়ে আমাদের এই মিরপুর উপজেলা ভূমিহীনমুক্ত উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করা হলো। এরআগে আমরা মিরপুর উপজেলায় ২৭১টি ঘর ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর দিয়েছি।

কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক মহা: মোজাম্মেল হক।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রোদশী ও প্রত্যাশার সঞ্চালনায় শিক্ষকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক নাদিরা খানম ও নীলিমা বিশ্বাস, মধূসুদন রায়, সাইদুল ইসলাম, মাহমুদ হোসেন, জাহাঙ্গীর সিদ্দিক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য দেন অধরা ও সুমাইয়া।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহা: মোজাম্মেল হক বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জাতি গঠনের কাজে নিয়োজিত থাকতে এবং বাল্য বিবাহ রোধ করতে সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন ও সিনিয়র শিক্ষক আনোয়ার আজম সরকার এর অকাল মৃত্যুতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্টের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট ২০২৩ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাতে কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার জিমনেসিয়াম ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন বিএমএ (কুষ্টিয়া) জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও স্বাচিপ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি ও জেলা আ’লীগের সহসভাপতি ডাঃ এ এফ এম আমিনুল হক রতন।

এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারতো না। আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মমর্যাদা অর্জন করতে পারতাম না।

তিনি বলেন, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে দিয়ে যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। নির্দেশ দেন বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। বাংলার জনগণ তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ২০ বছরের সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। বাঙালি জাতি মুক্তি পেয়েছিল। শেখ মুজিবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছিল।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও বি.এম.এ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি ডাঃ এস এম মুস্তানজিদ।

ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটস ও ডা: লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ডা: আসমা জাহান লিজার পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সাধারণ

সম্পাদক মোসাদ্দেক আলী মনি, ডা: মলয় কৃষ্ণ পাল, ডা: মো: রবিউল ইসলাম, ডা: মনিরুজ্জামান টিপু, ডা: আব্দুল্লাহ আল মামুন তুষার, ডা: মাহফুজুল হক রন্টুসহ ইন্টার্ণ চিকিৎসকবৃন্দ।

এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালের সৌজন্যে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন বিএমএ (কুষ্টিয়া) জেলা শাখা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কুষ্টিয়ায় ডা: লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউটে নবীন বরন ও বিদায় অনুষ্ঠান

কুষ্টিয়ায় ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটস ও ডা: লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউট তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান।

তিনি বলেন, বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ দুর্যোগ ঠেকাতে ও সুস্থ্য মাতৃত্ব এবং নবজাতক শিশু জন্মের জন্য নার্স-মিডওয়াইফদের কোনো বিকল্প নেই। ডা: এএফএম আমিনুল হক রতন ও ডা: আসমা জাহান লিজা পরিচালিত ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটস ও লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউট দক্ষ নার্স ও মিডওয়াইফ তৈরির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

গতকাল সকালে কুষ্টিয়ার ডা: তোফাজ্জুল হেলথ এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের ৫ম তলায় ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটস ও লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের নবীন বরন ও বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, ডা: তোফাজ্জল হোসেন ছিলেন কুষ্টিয়ার ঐতিহ্যবাহী পরিবার। তারই সন্তান ডা: আমিনুল হক রতন। কুষ্টিয়ার একজন মানবিক চিকিৎসক, সুস্থাধারার রাজনীতে রসাথে সম্পৃক্ত। এছাড়াও তিনি

সামাজিক ও মানবিক কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে মেলে ধরেছেন।

ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটসের চেয়ারম্যান ডা: আসমা জাহান লিজার সভাপতিত্বে ও ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটসের অধ্যক্ষ ডা: আমিনুল হক রতনের সার্বিক পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: মো: রফিকুল ইসলাম, ম্যাটস কুষ্টিয়ার অধ্যক্ষ ডা: হেলিশ রঞ্জন সরকার, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি চৌধুরী মুর্শেদ আলম মধু, কুষ্টিয়া সদর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি জিপি এ্যাড. আ স ম আক্তারুজ্জামান মাসুম, বিএমএ জেলা শাখার সহসভাপতি ডা: আইয়ুব আলী, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য হাবিবুল হক পুলক, আবৃত্তি পরিষদের সভাপতি কবি আলম আরা জুই, নাসিবের পরিচালক আব্দুস সাত্তার, জাসদের (রব) কুষ্টিয়ার সভাপতি মিজানুর রহমান মির্জা, বিএফএর সাবেক সভাপতি আবদুল লতিফ ও বিদায়ী শিক্ষার্থী আফরিনা খাতুন ও আজমুল হোসেন প্রমুখ।

জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হয় এ অনুষ্ঠান। এরপর অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পাশাপাশি বিদায়ী শিক্ষার্থী এবং নবীন শিক্ষার্থীরা মোমবাতি প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এবং তাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভেচ্ছা জানান অতিথিবৃন্দ। পরে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা স্মারক ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। এবং মনোজ্ঞ সাংষ্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্তি হয় এ অনুষ্ঠানের

কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা সমন্বয় পরিষদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

কাউকে পেছনে ফেলে উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল। তিনি বলেন, কাউকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে প্রত্যেক মানুষের অবদান দরকার। আর প্রতিবন্ধীরা এখনো নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠনে প্রতিবন্ধীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ

ক্ষেত্রে প্রথমে আত্মোন্নয়ন ঘটাতে হবে।

রবিবার সকালে শহর সমাজসেবা কার্যালয় চত্বরে কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা কার্যালয়াধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ট্রেডে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ও সমন্বয় পরিষদ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন,‘বঙ্গবন্ধু খেটে খাওয়া সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কথা ভাবতেন। তিনি সমাজসেবায় সুদমুক্ত ঋণপ্রথা চালু করেছিলেন গরিব মানুষের কথা ভেবেই।

‘১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম দেশের সাধারণ মানুষের জন্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি দেশের মানুষকে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন।’

তবে তাই হোক, আমি তোমাদেরই লোক এমন বাক্য উচ্চারণ করে তিনি বলেন, আমি গ্রেটার কুষ্টিয়ার মানুষ। তাই দায়বদ্ধতা থেকে আমি এই কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবাকে আরও এগিয়ে নিতে যা করনীয় আমার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কুষ্টিয়ার ঐতিহ্যকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে আমাদের গড়ে তুলতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে বলেও জানান তিনি।

শহর সমাজসেবা কার্যালয় সমন্বয় পরিষদের সভাপতি জি. এম গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মুরাদ হোসেনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় অতিরিক্ত পরিচালক আবদুর রহমান,জেলা আওয়ামীলীগে সভাপতি ও জেলা পরিষদের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবদুল কাদের, শহর সমাজসেবা অফিসার মো: জহির উদ্দিন, শহর সমাজসেবা কার্যালয় সমন্বয় পরিষদের সহসভাপতি আশরাফ উদ্দিন নজু, নির্বাহী কমিটির সদস্য তাইজাল আলী খান, জিপি এ্যাড. আসম আক্তারুজ্জামান মাসুম, ডা: আসমা জাহান লিজা, কাউন্সিলর সাইফুল হক চৌধুরী মুরাদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে শহর সমাজসেবা কার্যালয় চত্বরে কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা কার্যালয়াধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ট্রেডে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ও ৬৬ জন সমাজের প্রান্তিকজনগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী ও দলিত হরিজন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মাঝে